তারিখ ... 12 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

সমকাল

'লুটপাটের স্বর্গরাজ্য উত্তরা' হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ

■ সমকাল প্রতিবেদক

'নতুন সভাপতি দায়িত্ব নেওয়ার পর গত দুই মাসে উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ লুটপাটের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন আদায় হওয়া অর্থ স্কুল তহবিলে জমা না দিয়ে সভাপতি নিজের কাছে রাখছেন। সব বিল-ভাউচার ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দেখানোর অলিখিত বিধান জারি করেছেন তিনি। বিনা টেন্ডারে চলছে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ।' অভিভাবকদের অভিযোগ ও ক্ষোভ, এ রকম বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ধ্বংসের পথে একদা দেশের সেরা তিনে অবস্থান করে নেওয়া একসময়ের দেশসেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ নিয়ে অভিভাবকরা অভিযোগ দায়ের করেছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) ও দুর্নীতি দমন কমিশনেও (দুদক)। মাউশি এর আগেও এক দফা তদন্ত করে বিশদ অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে, যদিও আজও সে প্রতিবেদন জমা পড়েনি।

অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

গতকাল সোমবার আকস্মিক বেতন ও ফি বাড়ানোর নোটিশ পাওয়ার পর অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিক্ষোভ ও অবরোধের মধ্য দিয়ে। বেতন বাড়ানোর প্রতিবাদ করায় গতকাল কলেজ স্টাফদের হাতে একজন অভিভাবক লাঞ্ছিত হন। উত্তরায় ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ করেন শত শত অভিভাবক। পরে পুলিশ এসে আলোচনা করে তাদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যায়। সেখানে পুলিশের উপস্থিতিতে আন্দোলনরত অভিভাবক ও পরিচালনা পর্ষদের কয়েকজন সদস্যের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়, আপাতত অভিভাবকরা আগের নিয়মেই বেতন ও ফি পরিশোধ করবেন।

সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

: অভিভাবকরা জানান, বর্তমান সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম দায়িত্ব নেওয়ার পর গত দুই মাসে উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ লুটপাটের রাজত্বে পরিণত হয়েছে। একাধিক অভিভাবক এ বিষয়ে সরকারি তদন্ত দাবি করেন।

অভিভাবক রাশেদুল হুদা সমকালকে বলেন, 'সভাপতি হয়ে প্রকৌশলী আনোয়ারুল ইসলাম বিনা টেন্ডারে প্রতিষ্ঠানটির ক্যান্টিন ৩০ লাখ টাকায় একজনকে বরাদ্দ দিয়েছেন। বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশের একটি একতলা পুরনো ভবন বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে তার ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছেন। প্রতিষ্ঠানটির ডায়েরি, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি তার পছন্দের শিক্ষক মাওলানা রফিকুল ইসলামের মাধ্যমে ছাপাচ্ছেন।' অভিভাবক রানা পারভেজ বলেন, 'বিদ্যালয়ের কোটি কোটি টাকা তহবিলে জমা না রেখে আনোয়ারুল ইসলাম নিজের কাছে গচ্ছিত রাখছেন। ■ পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৬

লুটপাটের স্বর্গরাজ্য উত্তরা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

তিনি সব বিল-ভাউচার ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দেখানোর অলিখিত বিধান জারি করেছেন। এমনকি সভাপতির ব্যক্তিগত মামলা-মোকদ্দমার খরচও বিদ্যালয়ের তহবিল থেকে মেটানো হচ্ছে।'

অভিভাবক মাসুদ পারভেজ বলেন, 'বর্তমান চেয়ারম্যান প্রশাসনিক বিধিবিধান না মেনে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে কলেজের কনিষ্ঠ একজন প্রভাষককে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দিয়েছেন। এ কারণে কেন গভর্নিংবডির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে ৩০ জুন পরিচালনা পর্ষদকে শোকজ করেছে মাউশি। ১০ কার্যদিবসের মধ্যে এর জবাব দাখিল করতে বলা হয়েছে। সম্প্রতি সভাপতি অবৈধভাবে প্রধান শিক্ষক পদে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. নাসির উদ্দিনকে বসানোর পাঁয়তারা করছেন। অথচ প্রধান শিক্ষক পদ কলেজে নেই। কারণ দুই মাস পরে পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন হবে। ঘনিষ্ঠ নাসির উদ্দিনকে প্রধান শিক্ষক পদে বসিয়ে কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনী বৈতরণী পাড়ি দিয়ে আবারও সভাপতি হতে চাইছেন তিনি।' তবে স্কুল অ্যান্ড কলেজ হওয়ায় প্রধান শিক্ষকের পদ না থাকায় এ নিয়োগের কমিটিতে সরকারি প্রতিনিধি দেয়নি মাউশি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, '২০০৯ সালে পরীক্ষার্থীদের কোচিং করানোর ২০ লাখ টাকা বিদ্যালয়ে জমা ছিল। শিক্ষকদের প্রাপ্য এ টাকা প্রকৌশলী আনোয়ারের পকেটে গেছে।' টেস্ট পরীক্ষার টাকা নিয়েও একই ঘটনা ঘটেছে।

একাধিক অভিভাবক জানান, সম্প্রতি বিদ্যালয়ের তহবিল থেকে কে বা কারা ৩০ লাখ টাকা তুলে নিয়েছেন। এ নিয়ে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সবার কাছে দাবি করেছেন, তাদের স্বাক্ষর জাল করে এ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সভাপতি বা অধ্যক্ষ রহস্যজনক কারণে এ বিষয়ে কোনো মামলা করেননি। এমনকি থানায় একটি জিডি পর্যন্তও করেননি তারা।

অভিভাবক রুমানা আহমেদ কনক সমকালকে বলেন, 'প্রতিষ্ঠানটির লেখাপড়ার মান এখন নিম্নমুখী। দিনের পর দিন বিদ্যালয় ছুটি থাকে। সভাপতির বেপরোয়া অনিয়ম, দুর্নীতি আর স্বেচ্ছাচারিতায় গৌরব হারাচ্ছে এ প্রতিষ্ঠানটি। সভাপতি হয়েই তিনি একের পর এক অনিয়মে জড়িয়ে পড়েছেন।'

সাধারণ অভিভাবকরা জানান, আনোয়ারুল ইসলাম উত্তরা থানা ১ নম্বর ওয়ার্ড শাখা আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত সভাপতি। তিনি বিগত সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১ নম্বর ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জামানত হারান ও দল থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত হন। শিক্ষার্থীরা জানায়, বিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিস্থিতি খুবই নাজুক। প্রায় দিনই বিভিন্ন শ্রেণির সব মিলিয়ে ৫-৭টি ক্লাস হয় না। এ নিয়ে সভাপতির কোনো তদারকি নেই। তিনি একাডেমিক উন্নয়ন নিয়ে কোনো সময়ই দেন না। আর্থিক বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তার মাথাব্যথা নেই।

অভিযোগ রয়েছে, এসএসসির ফরম পূরণের সময় নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত ফি নেওয়া হলেও অনেক অভিভাবককে তা ফেরত দেওয়া হয়নি।